বত্রিশ সিংহাসন ।

সংগ্রহ ভাষাতে ।

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।

১৮০২ ।

দৈব লৌকিকো ভয় সামর্থ সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেব প্রসাদ লব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাহার বসিবার ছিল। ঐ শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহন পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে শ্রীভোজ রাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তার এই।——

বত্রিশ সিংহাসন।

দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক সস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক সস্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুতী জাতী সেবতী কদলী দাড়িম্বী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপন করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন। সেই উপবনের নিকট [illegible] ভয়ানক বন ছিল সে বন হইতে

হস্তী ব্যাঘ্র মাহষ গাণ্ডার বানর বনশূকর শসক ভালুক হরিন আদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য নষ্ট প্রত্যহ করে। এজন্য যজ্ঞদত্ত অত্যান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারন ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল মঞ্চের উপরে যতক্ষন বসিয়া থাকে তৎক্ষন রাজাধিরাজের যে মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য। এই বৃর্ত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহর প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অন্তঃ বিশ্বাস

পাত্র এক মন্ত্রিকে মঞ্চের ওপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রি যাবত মঞ্চের ওপরে থাকে তাবত রাজাধিরাজের প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রনা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরো নয় এবং মন্ত্রির নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোনহ বস্তু আছেন তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ প্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের ওদ্ধার কারন সেই স্থান খনন করিতে মহা রাজা আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যেরা খনন করিল তৎপর সেই স্থান হইতে প্রবাল মুক্তা মানিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্ন সিংহাসন ওঠিলেন। সেই সিংহাসনের তেজে রাজা ও রাজার পরিজন লোকেরা সিংহাসন প্রতি

অবলোকন করিতে পারিলেন না। তৎপর রাজা হৃষ্ট চিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্য বর্গেরদিগে অজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্য বর্গেরা সিংহাসন চালন কারন অনেক যত্ন করিল সেস্থান হইতে সিংহাসন লড়িল না। তৎপর আকাশ বানী হইল যে হে রাজা নানা বিধ বস্ত্র অলঙ্কার আদি উপকরন দিয়া এ সিংহাসনের পুজা বলিদান হোম কর তবে সিংহাসন উঠিবে তাহা শুনিয়া রাজার সেই রূপ করাতে সিংহাসন অনায়াসে উঠিলেন।

তৎপর ধারানামে নিজ রাজধানীতে সিংহাসন আনিয়া স্বর্ন রূপ্য প্রবাল স্ফটিক ময় স্তম্ভেতে শোভিত রাজসভা স্থানের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহা

সনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত লোকের
দিগকে আনাইয়া শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া
ভৃত্যবর্গেরদিগকে অভিষেক সামগ্রী আয়ো
জন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা
আজ্ঞা পাইয়া দধি দুর্ব্বা চন্দন পুষ্প অগোর
কুঙ্কুম গোরোচনা ছত্র তরাস চামর ময়ুরপুচ্ছ
অস্ত্রশস্ত্র পতি পুত্রবতী স্ত্রীগনের হস্তেতে
দর্পনাদি অধিবাস সামগ্রী সপ্তদ্বীপা পৃথি
বীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক ব্যাঘ্র চর্ম্ম এই সকল
শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী [illegible]
করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎ
পর শ্রীভোজরাজা গুরু পুরোহিত ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতিতে
বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত
হবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত
হইলেন ইত্যবসরে সিংহাসনের প্রথম
পুত্তলিকা রাজাকে কহিতে লাগিলেন।

হে রাজা শুন যে রাজা গুনবান অত্যান্ত বীর
বান অতিশয় দাতা অত্যান্ত দয়াল অতি বড়
শুর সাত্বিকস্বভাব সদা ওৎসাহশীল প্রবল
প্রতাপ হন সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার
যোগ্য অন্য সামান্য রাজা ওপযুক্ত নয়। ইহা
শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকা আমি যাচ
ঞা মাত্রে ওপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ
সুবর্ন দি অতএব আমা হইতে অধিক দাতা
পৃথিবীতে অন্য কে আছে। ইহা শুনিয়া
[illegible] ওপহাস করিয়া কহিলেন। হেরাজা
শুন যে লোক মহত হয় সে আপনার গুন
আপনি বর্নণা করে না তুমি আপন গুন
আপনি ব্যাখ্যা করিলে ইহাতেই বুঝিলাম
তুমি অতি ক্ষুদ্র। বড় লোক সেই যার গুন
অন্যে বর্নন করে আপনার গুন আপন বর্নন
করনেতে কিছু ফল নাহি। পরন্তু লোকেরা
নিলর্জ্জ বলে যেমত যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন

মর্দ্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি কিন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন. হে পুত্তলিকা এ সিংহাসন কার কি রূপে হইয়াছে বৃত্তান্ত কহ। পুত্তলিকা কহিলেন মহারাজা সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন।

অবন্তী নাম নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার অভিষেক কালে শ্রী বিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনহ অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্র তুল্য প্রজা পালন দুষ্টের দমন এই রূপ পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই

নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরীদেবীর আরাধনা করেন আরাধনাতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন। হে ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল হে দেবী আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুন। ইহা শুনিয়া দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে এক ফল দিলেন ও কহিলেন এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এই রূপ বর দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পরদিবস স্নান পূজাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে বসিয়া মনে বিচার করিলেন আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক আমার দীর্ঘকাল. জীবনে প্রয়োজন কি। রাজা ভর্তৃহরি পরম ধার্ম্মিক তাঁহার দীর্ঘকাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া রাজ সভাতে

আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আল্হাদিত হইলেন ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রানীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন এই প্রযুক্ত রানীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রানী প্রবীন মন্ত্রির সঙ্গী থাকেন এই জন্যে সেই ফল প্রবীন মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন। প্রবীন মন্ত্রি এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন সেই বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল এই ফল যদি আমি রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দি তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সে ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রানীকে দিয়াছিলাম

এ গনিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি কি রূপে পাইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে দোষ বিবেচনা করিলেন। আমি যে স্ত্রীকে প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় করিয়া জানি সে আমাতে বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীতে অনুরক্ত হয়। সে মন্ত্রীও রানীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয় সে বেশ্যারো মন্ত্রীতে অনুরাগ নাহি কেবল ধনেতে অনুরাগ। অতএব স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়েতে প্রীতি করা ভ্রম মাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। তথাতে দেবীদত্ত ফল ভক্ষন করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকিলেন। রাজা ভর্তৃহরির সন্তান ছিল না রাজ্য অরাজক ও হইল চোর দস্যুর ভয় দিনে দিনে অতিশয় হইল।

অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশুয় করিলেন ইহাতে মন্ত্রিগানেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্য রক্ষার কারন রাজলক্ষন যুক্ত এক ক্ষত্রিয়বালকে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন সেই দিবস রাত্রি যোগে অগ্নিবেতাল আসিয়া সে রাজাকে নষ্ট করিয়া গেল। এই রূপ মন্ত্রিগানেরা যখন যাকে আনিয়া রাজা করেন তখন তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন ইহাতে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না। দুষ্ট লোকের দুষ্ট তাতে দেশ দিনে দিনে নষ্ট হইতে লাগিল মন্ত্রিগানেরা রাজ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কোনহ ওপায় স্থির করিতে পারিলেন না।—————

এক দিবস মন্ত্রিগানেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশ

ধারন করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন এ রাজ্য অরাজক কেন। মন্ত্রিরা কহিলেন রাজা বন প্রবেশ করিয়াছেন আমরা রাজ্য রক্ষার কারন যখন যাকে রাজা করি রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নি বেতাল নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া বিক্রমা দিত্য কহিলেন অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রিরা শ্রীবিক্রমাদিত্যেকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের রাজা হইলেন আপনকার আজ্ঞানুসারে আমরা আপন আপন কর্ম্ম করিব। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাজ্যোপ যুক্ত সুখভোগ করিয়া রাত্রিকালে অগ্নিবেতা লের কারন নানা প্রকার মদ্য মাংস মৎস্য মোদক পিষ্টক পরমান্ন অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ দৃত নবনীত চন্দন পুষ্প মালা নানা প্রকার

সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে রাখাইয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তারপর অগ্নিবেতাল খড়্গ হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন অগ্নিবেতাল শুন আপনি যখন আমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য নষ্ট করিবেন কিন্তু আপনকার নিমিত্ত যে সকল খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি সে সকল সামগ্রী ভক্ষন করিয়া পশ্চাতে আমাকে নষ্ট করিবা। অগ্নিবেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সমগ্রী ভক্ষন করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি তোমার প্রতি অত্যান্ত সন্তুষ্ট হইলাম এই অবন্তী দেশ তোমাকে দিলাম পরম সুখে ভোগ করহ কিন্তু আমাকে এই রূপ প্রত্যহ ভোজন করাইবা। রাজাকে ইহা কহিয়া

অগ্নিবেতাল সে স্থান হইতে স্বস্থানে গেলেন। রাজা প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়া করিয়া সভাতে বসিলেন। মন্ত্রিপ্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপনং মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি অগ্নিবেতাল হইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহা পুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়া রাজাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপনং কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা ভয় ও প্রীতিতে মন্ত্রিপ্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধিন করিয়া দণ্ড নীতি শাস্ত্রের মতে রাজ্য কর্ম্ম করেন। প্রতিদিন রাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বের মতন ভোজন করান। এই রূপ উপায়েতে অগ্নিবেতালকেও বস করিলেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রি কালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে বেতাল

তুমি কি করিতে পার কিম্বা জান। বেতাল কহিলেন আমি যা মনে করি তাই করিতে পারি এবং সকলি জানি। রাজা কহিলেন বল দেখি আমার পরমায়ু কত। বেতাল কহিলেন তোমার এক শত বৎসর আয়ু। রাজা কহিলেন আমার বয়ক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে সে ভাল নয় অতএব শতের উপর এক বৎসর অধিক করিয়া কিম্বা শত হইতে এক বৎসর ন্যূন করিয়া দও। বেতাল কহিলেন হে রাজা তুমি অতি বড় সাত্বিক দাতা দয়ালু ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় দেব ব্রাহ্মণ পূজক তোমার আয়ুর্দ্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে ন্যূনা তিরেক করিতে কেহ পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ণী হইলেন বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পর রাত্রিতে বেতালের ভোজনের

সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধ সজ্জাতে থাকিলেন বেতাল আসিয়া ভোজন সামগ্রী কিছু না দেখিয়া রাজার যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে শঠ রাজা অদ্য আমার খাদ্য দ্রব্য কেন কিছু করিস নাহি। রাজা কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার বয়ক্রম ন্যুনা ধিক করিতে পারিবা না তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য কেন ভোজন করাই। বেতাল কহিলেন হাঁ এখন তোর এমন কথা। আয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর আজি তোকেই খাব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের সহিত রাজার অনেকক্ষন পর্য্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল। বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে রাজা তুমি বড় বলবান তোমার যুদ্ধ পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন তুমি যদ্যপি

প্রসন্ন হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দও যখন তোমাকে স্মরন করিব তখন আমার নিকট আসিবা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পর দিন প্রভাতে মন্ত্রিরা রাজার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এবং রাজার পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রাজার অভিষেক করিলেন। এই রূপে রাজা অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে নিস্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন। ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী আসিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুমি যদি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ না কর তবে আমি কিছু তোমাকে যাচঞা করি। রাজা কহিলেন হে যোগী আমার যত সম্পত্তি আছে সে সকল সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় তথাপি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী কহিলেন আমি এক মন্ত্র সাধন করিয়াছি

তুমি তাহাতে উত্তরসাধিক হও। রাজা স্বীকার করিলেন। তারপর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন হে রাজা এখান হইতে দুই ক্রোশে শিংশপা বৃক্ষে এক শব বাঁধা আছে তাহা শীঘ্র আন এই মতে রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্মশানের পূর্ব্ব দিগে দার্ঘরা নদীর তীরে শ্রীকালীকার মন্দিরে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শিংশপা বৃক্ষের নিকট গিয়া বৃক্ষের ওপর উঠিয়া যত্নেতে শবের বন্ধন কাটিলেন শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষ হইতে নামিবা মাত্র শব বৃক্ষের ওপর গিয়া পূর্ব্ব মত থাকিল। রাজা কিঞ্চিত বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে উঠিয়া শব লইয়া নামেন। এই সময়ে অগ্নি বেতাল রাজার বিপৎ কাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা

কহিয়া রাজার শুম দূর করিয়া কহিলেন।
এই পঞ্চবিংশতি কথার বিস্তার বেতাল পঞ্চ
বিংশতিতে আছে। বেতাল কহিলেন হে
মহারাজ এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে
উত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে সুবর্ণ পুরুষ
সিদ্ধির কারন তোমাকে বলিদিবেক এই
মনে করিয়াছে অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান
থাকিবা। এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে
তাহা বিবেচনা করিয়া করিবা দুর্জ্জনের উপকার
করাতে উত্তর কাল ভাল হয় না। রাজা ইহা
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করি
লেন এ যোগী স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া উদা
সীন হইয়াছে আমি দেশের রাজা অনেকের
প্রতিপালক আমাকে বলিদিয়া স্বর্ন পুরুষ
সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে স্বর্ন পুরুষ
সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয় পরমার্থের লেশ
নাহি এ দুষ্ট যোগী কেবল আপনারি সুখের

কারন অনেকের আত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্ম্মে ওদ্যত হইয়াছে। মূর্খেরা লোভেতে এক জন্মের যৎকিঞ্চিৎ সুখের জন্য এমত পাপ করে সে পাপের ফলে সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার দুঃখ পায়। দুষ্ট লোক যদি পুণ্যের সমুদ্রে থাকে তথাপি আপন দুষ্টতা ত্যাগ করে না। যেমত ক্ষীর সমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিয়া যে সর্প থাকে সে সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃত বমন কদাচ করে না। আর সর্পের বিষের দমন মন্ত্র মহৌষধিতে যেমত হয় তেমত নীতি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে দুষ্ট লোকের দুষ্টতা অকিঞ্চিৎকর হয়। কিন্তু এ অতি বড় দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজ ধর্ম্ম। এই রূপ পরামর্শ করিয়া খড়্গ হস্তে শীঘ্র আসিয়া যোগীর মস্তক ছেদন করিলেন। মস্তক ছেদন করিবা মাত্রে স্বর্ণ পুরুষ প্রত্যক্ষ

হইয়া রাজার প্রভাব প্রসংশা করিলেন এবং তদবধি রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকিলেন। রাজা প্রভাতে পরমানন্দে স্বর্ণ পুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন স্বর্ণপুরুষের প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান হইয়া নানা প্রকার সুখ বিলাস করেন। ইত্যবসরে সিদ্ধসেন নামে এক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে রাজ সভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হেরাজা সম্পত্তিলক্ষ্মী হনাযভোর এ সম্পত্তি যদি তোমা হইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার কন্যা হইলেন যদি তোমার পিতা হইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার ভগিনী হইলেন যদ্যপি অন্য কাহারো তুমি পাইয়াছ তবে পরস্ত্রী হইলেন অতএব বিবেচনা করিয়া বন্ধ সর্ব্বদা সম্পত্তি ভোগের ওপযুক্ত হন না এই নিমিত্ত সজ্জনেরা সম্পত্তি পাইয়া বিতরন

করিয়া থাকেন। তুমি ও সজ্জন তোমাকে দান
করিবার ওচিত হয়। ব্রাহ্মনের প্রমুখাৎ ইহা
শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন বড় অট্টা
লিকাতে বসিলে দিব্য হস্তী ওত্তম অশ্বের
ওপরে চড়িলে কিম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী
সম্ভোগ করিলে লোক বড় হয় না কিন্তু আপন
ধনেতে পরের ধনের ন্যায় মমতা ত্যাগ
করিয়া যে ধন দান করে সেই বড় লোক
এবং প্রসংশার পাত্র। ইহা মনে স্থির করিয়া
এমত দান সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন পৃথিবী
মণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না দেব লোক
পর্য্যন্ত রাজার সুখ্যাতি হইল। দেব লোকে
দেব তারদের রাজা ইন্দ্র তাঁহার সভাতে দেব
তারা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রতিষ্ঠা করেন।
এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শুনিয়া ইন্দ্র
অত্যান্ত সন্তুষ্ট হইলেন কহিলেন মনুষ্য লোকে
শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা শিরোমনি আমার

তুল্য অতএব ইন্দ্র দ্বাত্রিংশত পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় আমার সিংহাসন আমি প্রসন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে দিলাম। হে বায়ুদেবতা তুমি দিয়া আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞা মাত্রে পবন দেবতা আপন বেগে রাজ সভা মধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বইসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়। তদন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মনের উপদেশে বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসন লাভ হইল রাজা মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন ব্রাহ্মনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সভাসৎ পণ্ডিতেরদের প্রধান করিলেন। রাজা সভাতে প্রত্যহ শত২

বেদজ্ঞ বেদান্তী মিমাংসক তার্কিক সংখ্যা বেত্তা পাতাঞ্জলবেত্তা বৈশাষিক শিক্ষাকল্প ব্যাকর নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালি দাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপনক অমর সিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পূর বরাহ মিহির ধন্বন্তরি প্রভৃতি বসেন। পণ্ডিতবর্গ রাজা নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বিবিধ প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন। প্রথমা পত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না পৃথিবী বহুরত্ন পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম বলেতে দুর্ল্লভ কিছু নাহি। শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথা আছে কহা যায় না। এই রূপে রাজার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসর পরমায়ু হইল। বেতালের কথা স্মরণ

করিয়া আপন মৃত্যুর সময় হইল। ইহা বুঝিলেন বিবেচনা করিলেন ক্ষেত্রি জাতির সন্মুখ যুদ্ধে মরন হইলে অনায়াসে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠান পুরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রিগনেরদিগে সেনা সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগনেরা সহস্র২ রথী অযুত২ গজারূঢ় লক্ষ২ অশ্বারূঢ় নিযুত২ ওষ্ট্রারূঢ় কোটী২ অশ্বতরারূঢ় অর্ব্বুদ২ হীনস্থ বৃন্দ২ অগ্নিযন্ত্র খর্ব্ব২ যন্ত্রচর্ম্মধারী শত২ ক্রশ ব্রুন বান হীনু ঢাল তরোয়ার যন্ত্র বরশা কাটার টাঙ্গি বন্দুক কামান নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র পুরিয়া চালান করিলেন। ডেরা দণ্ডা তাম্বু কানাত রাওটি পাল বান নিশান এ সকল চালান করিয়া চক্কা জয়চক্কা ডঙ্কা ঢোল ডম্ফ তাসা মুরফা ভেরী তুরি নফেরী রনসিংহা জয়

সিংহা মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্য চালান করি লেন। মন্ত্রিগনেরা রাজার আজ্ঞানুসারে ব্যাপার করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য অশ্বযুক্ত নানা রত্নেখচিত উত্তম রথে আরোহন করিয়া চতুরঙ্গ সেনাতে বেষ্ঠিত হইয়া শাল বাহন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে যুদ্ধস্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সন্মুখ যুদ্ধেতে শালবাহন রাজার অস্ত্র প্রহারেতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রান ত্যাগ করিয়া স্বর্গ লোকে গেলেন। অবন্তী দেশ অরাজক হইল রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন। রাজার মরন শুনিয়া পাটরানী মন্ত্রী বর্গেরদিগে আশ্বাস করিলেন কহিলেন তোমরা উদ্বিগ্ন হও না আমার গর্ব্ভ আছে ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে ঐ রাজা হইয়া তোমারদের প্রতি পালন করিবেক। অনন্তর

কিছু কাল পরে রানী পুত্র প্রসব হইলে পুত্রকে মন্ত্রিরদিগকে সমর্পন করিলেন আপনি অগ্নি প্রেবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম সুখভোগ করিতে লাগিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যেতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্য প্রজার পালন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসেন না।—

প্রথম পুত্তলিকার কথা।—

শুন হে রাজা ভোজ সেই অবধি পরয় সিংহাসনে কেহ বসেন নাই ইত্তো মধ্যে আকাশ বানি হইল এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পৃথিবীমণ্ডলে কেহ নহে অতএব পবিত্র

স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখ ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগণেরা সিংহাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিকা কহেন শুন মহারাজ সেই সিংহাসন এই তুমি পাইয়াছ।

পুনশ্চ পুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব শুন এক দিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভামধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সন্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে লোক যাচঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরন কালে যেমন শরীরে কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না ইহারো সেই মত দেখিতেছি অতএব বুঝিলাম ইনি যাচঞা করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না। এই পরামর্শ করিয়া রাজা ভাণ্ডারির হুন দেয়াই

লেন রাজার হুন পাইয়া ও তথা হইতে গেল না কথা ও কিছু কহিল না। তখন রাজা কহিলেন হেযাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হুন দেওয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ। ভিক্ষুক কহিলেন মহারাজ তোমার শত্রুর কীর্ত্তি ঘর হইতে কাদাচিৎ কোথায় বাহিরাই না তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে। তোমার কীর্ত্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে ইহাকে কবিরা সতী বলেন এই আশ্চর্য্য। রাজা এই কথা শুনিয়া লক্ষ হুন দেওাইলেন। তৎপর যাচক কহিলেন হে রাজা নিবেদন করি যে রাজা গুনবান লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় না এবং অনেক বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হয়।

ইহার বৃত্তান্ত শুন। বিশালা নামে এক পুরী ছিল তাহার রাজার নাম নন্দ যুব রাজের নাম বিজয়পাল মন্ত্রির নাম বহু শ্রুত গুরুর নাম শারদানন্দ রানীর নাম ভানুমতী। রাজা রানী ভানুমতীর রূপ গুণে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া রাজ্যের ভদ্রাভদ্র চিন্তা করেন না যদি কদাচিত রাজ কার্য্য করেন তবে ভানুমতীর সহিত সভা মধ্যে সিংহাসনে বসিয়া রাজ কর্ম্ম করেন। এক দিবস মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ আমি এক নিবেদন করি। রাজ সভাতে রানীর আগমন ওচিত নহে। রাজা কহিলেন মন্ত্রী ভাল কহিলা কিন্তু রানী ব্যতিরেকে আমি একক্ষন থাকিতে পারি না। মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানুমতীর রূপ চিত্র করিয়া আপন নিকট রাখ। রাজা চিত্রকরকে ভানুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে চিত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। চিত্রকর

সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাতে দিল।
রাজা শারদানন্দ গুরুকে চিত্র দেখাইলেন
কহিলেন চিত্র কেমন হইয়াছে। শারদানন্দ
কহিলেন রাণীর রূপ এই বটে কিন্তু ভানুমতীর
বাম ঊরুতে একটি তিল আছে ইহাতে তিল
নাহি এই মাত্র বিশেষ। ইহা শুনিয়া রাজা
মনে করিলেন শারদারন্দ ভানুমতীর গুরু
দেশের তিল কি রূপে জানিলেন কিছু কারণ
থাকিবে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন
শারদানন্দকে নষ্ট কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে
আপন গৃহে লইয়া চিন্তা করিলেন রাজা
শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না করিয়া বধ
করিতে আজ্ঞা করিলেন নির্ণয় না করিয়া
উত্তম পুরুষের বধ করা উপযুক্ত নহে নষ্ট
করিলে রাজার পাপ হবে। মনের মধ্যে এই
সকল বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তিকার

ভিতর ঘর করিয়া শারদানন্দকে রাখিলেন। কিছু দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল সিকার করিতে বনে গেলেন বনে প্রেবেশ করিয়া এক শুকর দেখিলেন শুকরকে মারি বার কারন পাছে গিয়া গহন বন মধ্যে উপস্থিত হইলেন সৈন্য সামন্ত সকল বসনে গেল। রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া জল খুজিলেন অনন্তর এক পুষ্করনি পাইয়া তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজ পুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উপ্রেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামিতে ব্যাঘ্র

আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজ
পুত্র সেই কথা নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে
কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস
করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার
আমার আহার হউক। বানর কহিল শুনরে
ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন
তাঁহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের
কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল কিঞ্চিত
কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া
বসিলেন। বানর রাজপুত্রের ঊরুদেশে
মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র
পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার
বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে
ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হউক।
তোমার ভয় আমা হইতে কিছু নাহি। ব্যাঘ্রের
কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর
পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিলে

নামতে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যান্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজ পুত্র ভয় করিও না। তারপর প্রাতঃকাল হইল ব্যাঘ্র সে স্থান হইতে গেল। রাজপুত্র বিসে মিরাং কহিয়া বাওল হইয়া বনে ভ্রমন করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ঘোটক নগর মধ্যে আপন স্থানে গেল রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন যুবরাজকে না দেখিয়া অত্যান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপন পুত্রের অন্যেষন করিতে বনে গেলেন বনে গিয়া দেখিলেন যে যুবরাজ বনের মধ্যে বিসেমিরাং বলিয়া ভ্রমন করিতে ছেন। রাজা যুবরাজকে ঘরে আনিলেন অনেক যন্ত্র মহৌষধি করিলেন কোন প্রকারে ভাল হইল না। রাজা কহিলেন যদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন তবে আমার পুত্রের কি চিন্তা শারদানন্দকে আপনি

নষ্ট করিয়াছি। এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজা নিবেদন করি যে গিয়াছে তার শোক করিলে কি হইবে সম্প্রতি সহরে ঢেঁড়ি সর্ব্বত্রে ঘোষনা দেয়াও যুবরাজকে যে ভাল করিবে তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজা নগরে ঘোষনা দেওয়াইলেন। মন্ত্রী আপন গৃহে গিয়া শারদানন্দকে এ সকল কহিলেন শারদানন্দ মন্ত্রীকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহ আমার সাত বৎসরের এক কন্যা আছে সে আপনকার পুত্রকে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে। মন্ত্রী এই সকল কথা রাজার নিকট কহিলেন। রাজা শুনিবা মাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্রীর গৃহে আইলেন যে খানে শারদানন্দ থাকেন তাহার নিকট যবনিকা দেয়াইলেন যবনিকা বাহিরে রাজপুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন

বিশ্বাস করিয়া যে যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহাকে যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ। এই অর্থের এক শ্লোক পাড়িলেন তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বি অক্ষর ত্যাগ করিয়া সেমিরাং কহিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন সেতবন্ধ গিয়া কিম্বা গঙ্গা সাগরে গিয়া ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নষ্ট হয় মিত্র হত্যের পাপ কোনহ প্রকারে নষ্ট হয় না। ইহা শুনিয়া রাজকুমার সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মিরাং বলিতে লাগিল। শারদানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন মিত্র হিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাস ঘাতি এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে যাবত কাল চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। এই কথা শুনিয়া যুবরাজ মি ছাড়িয়া রা বর্ণং করিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন রাজা তুমি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে নানা বিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণেরদিগকে দেও গৃহস্থ

লোকের দানেতে পাপ যাও। এ সকল শুনিয়া রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যাঘ্র বানরের বৃত্তান্ত সমস্ত রাজার সাক্ষাতে কহিলেন বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রাজা সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে কহিলেন হে কন্যা তুমি ঘর হইতে কখন যাও না বনের মধ্যে বানর ব্যাঘ্র মানুষ ইহার দের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়া কি রূপে জানিলা। ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন গুরু দেব তার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্রে সর স্বতী আছেন এই প্রযুক্ত আমি সকল জানি যে মত ভানুমতীর গুরু দেশের তিল জানিয়া ছিলাম। এই কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন যে ইনি গুরু শারদানন্দ। তৎপর রাজা যব নিকা উঠাইয়া পুত্রের সহিত গুরুকে প্রনাম করিলেন রাজা অনন্দিত হইয়া মন্ত্রীকে অনেক প্রসংশা করিলেন কহিলেন মন্ত্রি তুমি ধন্য

তোমা হইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রাণ রক্ষা হইল। এই সমস্ত কথা যাচক বিক্রমাদিত্যকে কহিয়া কহিলেন হে রাজা অতএব কহি যে সজ্জন নিকটে থাকিলে অনেক ভাল হয়। এই কথা রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে কোটি হুন দিলেন যাচক হুন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন। রাজা কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হুন দিবা যে যাচঞা করিবে তারে দশ হাজার হুন দিবা যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে তারে লক্ষ দিবা আমি আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা। প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম যদি তোমার এ সকল থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও।—

ইতি প্রথম কথা।—

দ্বিতীয় পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজা অন্য এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সপরিবারে সিংহাসনের নিকটে ওপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যাঁর মহত্ব থাকে সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কি কপ। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা শুন শুন। অবন্তি নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন. এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্য রাজা ভৃত্য বর্গেরদিগে নানা দেশে প্রেরন করিলেন ভৃত্য বর্গেরা নানা দেশে ভ্রমন করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি চিত্রকুট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির

তার নিকট এক পুষ্পোদ্যান আছে এবং মন্দিরের সন্মুখে এক নদী আছে সেই নদীতে নিষকলঙ্ক পুন্যবান লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক স্নান করে তবে তাঁহার শরীরে সেই জল কাজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়। সেই স্থানে এক যোগী জপ ধ্যান হোম নিরন্তর করিতেছেন কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হন নাহি এই সকল কথা রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবন করিয়া সেই স্থানে গিয়া সেই নদীতে স্নান করিয়া আপনাকে নিষকলঙ্ক করিয়া জানিলেন তৎপর দেবতাকে নমস্কার করিয়া যোগীর নিকটে গমন করিলেন। রাজা সন্যাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী তুমি তপস্যা কতকাল করিতেছ। তপস্বী কহিলেন শুন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবন ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক আগ্রহায়ন পৌষ মাঘ

ফাল্গুন চৈত্র এই বারমাসে এক বৎসর হয় এমন এক শত বৎসর তপস্যা করিতেছি তথাপি দেবতা প্রসন্ন হন নাহে। এই কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন শরীর ধারণ করিলে মরণ অবশ্য হয় কিন্তু যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ হয় তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। রাজা এই বিচার করিয়া অন্তঃকরণে দেবতাকে ভাবনা করিয়া খড়্গ লইয়া আপনার মস্তক ছেদন করেন। এই কালে দেবী সাক্ষাত হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন তুমি মস্তক ছেদন করিও না তোমারে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে ভগবতী এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন ইহারে প্রসন্ন না হইয়া অতি শীঘ্র আমারে প্রসন্ন হইলা ইহার কারণ কি। দেবী কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য শুন মন্ত্র তীর্থ দেবতা চিকিৎসক গুরু এই সকলে যার যে রূপ

ভাবনা তার সেই রূপ সিদ্ধ হয় এই সন্ন্যা
সির আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাহি। ইহা শুনিয়া
রাজা চিন্তা করিলেন কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর
ইহাতে দেবতা নাহি কিন্তু দেবতা ভাবেতে
থাকেন অতএব ভাব সিদ্ধির কারনে। অন
ন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে
কহিলেন হেদেবী যদি আমারে তুষ্ট হইলা
তবে এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিয়া
যথেষ্ঠ ব্যামহ পাইয়াছেন অতএব এই বর
যোগীকে দেহ দেবী সেই বর সন্যাসীকে
দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য দেবীদত্ত বর
তপস্বীকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন। দ্বিতীয়
পুত্তলিকা কহিলেন শুন রাজা ভোজ মহা
রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ব দাতৃত্ব শূরত্ব
মহাপুরুষত্ব তোমাকে কহিলাম যদ্যপি এই
সকল তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে
বসিবার উপযুক্ত হও। ইতি দ্বিতীয় কথা।

তিতীয় পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপন করিয়া সিংহাসনের সমিপে যাইবা মাত্র তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন। হে ভোজরাজ আমার কথা শুন এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যার মহত্ব রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান হয়। রাজা ভোজ বলিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কি প্রকার। তৃতীয়া পুত্তলিকা কহিল শুনং রাজাভোজ। ওদ্যম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যার থাকে তাহারে দেবতা ও শঙ্কা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয় আছে এবং ভূত রাজা এক দিবস বিচার করিলেন দিন আর মেঘ ইহারা যখন হয় তখন কোথা হইতে আইসে এবং যখন যায় তখন কোথায় যায় ইহা বুঝিতে পারা যায়

না সম্ভ্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে পরে কি রূপ হবে ইহার নিশ্চয় নাই। রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথা অক্ষম প্রভৃতিদিগে প্রত্যহ যথোচিত দান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রজার দের স্থানে কর অত্যল্প গ্রহন করিতে লাগিলেন নানাবিধ যজ্ঞ জপ হোম বলি পূজা বিষয়ে সদ্বৃত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার সন্তোষ কারন অপর এক ব্রাহ্মণকে জলদেবতার উপাসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকট পাঠাইলেন ব্রাহ্মন গিয়া কৃতাঞ্জুলি হইয়া সমুদ্রকে স্তব করিলেন। করিলে পর সমুদ্র সাক্ষাত হইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মন আমি বিক্রমাদিত্যের ভাবেতে প্রসন্ন হইলাম তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি এই চারি রত্ন রাজা বিক্রমা দিত্যকে দিবা এই রত্নের গুন কহিবা এক

রত্নের প্রভাব খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা মনে করিবেন তৎ ক্ষনে তাই উপস্থিত হইবে দ্বিতিয় রত্ন হইতে যথেষ্ঠ বীন হয় তৃতীয় রত্নের স্থানের রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্য সামন্ত এ সমস্ত মিলে চতুর্থ রত্নের গুনে যাবত অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মন চারি রত্ন লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া চারি রত্ন রাজাকে দিলেন এবং মনির প্রভাব ও কহিলেন। রাজা দক্ষিনার কারন ঐ চারি মনির মধ্যে এক মনি ব্রাহ্মনকে নিতে বলিলেন। ব্রাহ্মন কহিলেন আমার স্ত্রী পুত্রবধু আছেন তাহারদিগে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে মনি লইতে বলি বেন সেই মনি লব। ব্রাহ্মন রাজাকে এই কথা কহিয়া আপন গৃহে গিয়া স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধু ইহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন যাহাতে হস্তী ঘোটক হয় সেই রত্ন আন স্ত্রী কহিলেন যে মনিতে

খাদ্য সামগ্রী হয় তাই লও পুত্রবধু কহিলেন যে রত্নেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল ব্রাহ্মণ বলিলেন যাহাতে ধন প্রসবে সে মনি উত্তম। এই রূপে চারি জনাতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা শুনিয়া চারি জনার সন্তোষের জন্যে ঐ চারি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন। তৃতীয় পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ শুন রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের মহত্ব তোমারে কহিলাম এই রূপ মহত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার।—

তৃতীয় কথা সমাপ্ত।—

চতুর্থী পুত্তলিকার কথা।—

পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লগ্ন নির্ব্বাণ করিয়া ভদ্রাসনের নিকট রাজা ভোজ গেলেন। এই সময়ে সিংহাসনের চতুর্থী পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ আমার কথা শুন। এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের তার তুল্য মহত্ব যার থাকে সে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত; রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কি প্রকার। পুত্তলিকা কহিলেন শুনহ রাজা ভোজ অবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সম্রাজ্য করেন সেই নগরে শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ শাস্ত্র এই ছয় অঙ্গের সহিত ঋক যজু সাম অথর্ব্ব চারি বেদ পূর্ব্বমীমাংসা উত্তরমীমাংসা কর্ম্মমীমাংসা শাস্ত্র ন্যায় বৈশে ষিক সাংখ্য পাতঞ্জল কর্ম্মন্যায় বিস্তর স্মৃতি

শাস্ত্র পুরাণশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদি রূপ অর্থ শাস্ত্র এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থ প্রবীন পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা অদৃষ্টার্থ প্রবীন এই সমুদায়ে অষ্টাদশ বিদ্যা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যাতে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি অপুত্রক। এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্ত্রী পণ্ডিতেরে কহিলেন হে স্বামি আমার গর্ব্ভে যাহাতে পুত্র হয় এমত দেবতার আরাধনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন ব্রাহ্মণী ভাল কহিলা গুরু শুশ্রূষা ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না পুন্য ব্যতিরেকে পুত্র হয় না। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া পত্নীর অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন সেই পুন্যের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইলেন তাহার নাম দেবদত্ত হইলা অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেব দত্তকে তাবৎ শাস্ত্রে অধ্যায়ন করাইলেন

দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া, সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমন করিতে গেলেন দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপরে আরোহন করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন বনের মধ্যে মৃগ অন্যেষন করিতেং সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমন করিতেং ঐ দেবদত্ত নামা ব্রাহ্মনের সহিত সাক্ষাত হইল। রাজা ব্রাহ্মনকে দেখিয়া বিনয় পুর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মন আমি তৃষার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মন এই কথা শুনিয়া সুস্বাদ সুপক্ব উত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরমাপ্যা

য়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণেরদের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন সেই উপকার সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন উত্তম লোকের এ কথা শুনিয়া উপকার করিলে সে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বন্ধ হইয়া থাকে উপকার বিস্মৃতি কখন হয় না দেখি রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্য্যন্ত। এই পরামর্শ করিয়া কোনহ উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্রের অন্বেষণ কারণ নানা স্থানে দূতগণ প্রেষণ করিলেন দূতগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইলেন না। রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত